দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজ মহান ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিবস জাতি হিসেবে আমাদের জন্য একই সাথে শোক এবং আনন্দের দিন। মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। সেদিন ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগদান করে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। মিছিল প্রতিহত করে ভাষা আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে তৎকালীন সরকারের পুলিশবাহিনী মিছিলে গুলীবর্ষণ করে। ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়, শাহাদাত বরণ করেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউলসহ নাম না জানা আরো কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমিক। মাতৃভাষার জন্য তাদের আত্মদান, তাদের শাহাদাত এ জাতির জন্য শুধু যুগান্তকারী নয় ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনাও। জাতি প্রতিবছর এই অবিস্মরণীয় দিবসে পরম শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করে। অন্যদিকে মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আন্দোলন এবং তাতে আত্মদান বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের এই নজিরবিহীন সংগ্রাম ও রক্তদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে ১৯৯৯ সালে। ঐ বছর থেকে আমাদের ভাষা আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ২১ ফেব্রুয়ারী সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এ শুধু স্বীকৃতিই নয়, জাতির জন্য এ এক বিশাল ও মহান অর্জনও বটে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এ জাতির আবেগে-চেতনায় এক অনন্য সাধারণ মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উচ্চারিত হয়। পরের বছর রাষ্ট্রভাষার দাবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এক পর্যায়ে পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন এ দাবী মেনে নিলেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে– এই ঘোষণা করেন। এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অচিরেই চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে মিছিল-সমাবেশ ও হরতাল ঘোষণা করে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সরকার এ আন্দোলন দমিয়ে দেবার জন্য আগের দিনই এক মাসব্যাপী ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে ছাত্র-জনতার যে মিছিল নেমে আসে সরকারের পুলিশ সেই মিছিলে গুলীবর্ষণ করে এবং তাতে ভাষা সৈনিকদের কয়েকজন শাহাদাত বরণ করেন। অনেকে আহত হন এবং গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকারও হন অনেকে। সঙ্গে সঙ্গে এই হত্যা ও জুলুমের প্রতিবাদে সারাদেশ ফেটে পড়ে। আন্দোলন শুধু বেগবান নয়, অপ্রতিরোধ্যও হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী মেনে নেয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আসে। উল্লেখ্য, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ সাল থেকেই ভাষা শহীদ দিবস রূপে দেশবাসী শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় পালন করে আসছে।

ভাষা আন্দোলন এ জাতির যেমন আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য সূচক, তেমনি আত্মপ্রতিষ্ঠারও অমলিন রসদ হিসেবে গণ্য। এ কারণেই এ আন্দোলনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রভাব জাতির জীবনে অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে এক অবিনাশী চেতনার নাম। আজকের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে সংগ্রাম-আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা– সে সবের উৎসে সক্রিয় রয়েছে ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনার নিরিখেই গড়ে উঠেছিল স্বাতন্ত্র্যের চেতনা এবং তা থেকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৭০-এ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকবাহিনী চালায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। প্রতিরোধে ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। স্বাধীনতার পরও ভাষা আন্দোলন বা একুশের চেতনা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য চেতনা যেমন প্রতি মুহূর্তে লালনের বিষয়, তেমনি অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে ভাব-মর্যাদার উন্নয়নও অব্যাহত প্রচেষ্টার বিষয়। এছাড়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশও ধারাবাহিক উদ্যমের বিষয়। ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং ভাষা-শহীদদের আত্মত্যাগ এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমরা তাদের আত্মত্যাগ থেকেই গ্রহণ করতে পারি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় বিকাশের প্রেরণা ও শক্তি। প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারীতে জাতি ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাদের দেশপ্রেমের এই মহান শিক্ষাই গ্রহণ করে। এই শিক্ষা বাস্তবে যতটা পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করা যাবে আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ততই দ্রুত ও মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।